পল্লীসমাজ (৫,৬,৭, ৮,৯,১০ নং সমাধান)

৫ সন্ধি কর :

বৃষ + তি = বৃষ্টি,

সম্ + বরণ = সংবরণ,

কাঁদ + না =কান্না,

অতি + অন্ত = অত্যন্ত

এক + অন্ত = একান্ত ।

অন্ + আত্মীয় = অনাত্মীয়

৬ নীচের শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ কর: নিরুত্তর, নমস্কার, তারকেশ্বর, যথার্থ, প্রত্যাখ্যান, আশ্চর্য, তদবস্থা।

নিরুত্তর = নিঃ + উত্তর।

নমস্কার = নমঃ + কার।

তারকেশ্বর = তারক + ঈশ্বর।

যথার্থ = যথা + অর্থ।

প্রত্যাখ্যান =প্রতি + আখ্যান।

আশ্চর্য = আঃ + চর্য।

তদবস্থা =তৎ + অবস্থা।

৭ নীচে দেওয়া শব্দগুলির দলবিশ্লেষণ কর : অপরাহ্ন, অকস্মাৎ, আহ্বান, দক্ষিণ, উচ্ছিষ্ট, উত্তপ্ত, বিস্ফারিত, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুপ্লাবিত, হিন্দুস্থানি, অস্বচ্ছ।

অপরাহ্ন = অ – প – রান্ - হ, [মুক্তদল —অ, প, হ (৩টি), রুদ্ধদল—রান্ (১টি)] ।)

অকস্মাৎ = অ -কস্ - মাৎ, [মুক্তদল —অ (১টি), রুদ্ধদল—কস, মাৎ (২ টি)]।

আহ্বান = আ - হ - বান্ [মুক্তদল —আ, হ (২ টি),রুদ্ধদল-বান্ (১টি)]।

দক্ষিণ = দক্ – ক্ষিণ, [মুক্তদল (০), রুদ্ধদল দক, ক্ষিণ (২ টি)]।

উচ্ছিষ্ট = উচ - ছিষ - ট, [মুক্তদল—ট ১টি, রুদ্ধদল—উচ, ছিষ (২ টি)]।

উত্তপ্ত = উৎ - তপ্ -ত, [মুক্তদল —ত (১টি), রুদ্ধদল-উৎ, তপ (২ টি)]।

বিস্ফারিত = বিস্ – ফা – রি – ত, [মুক্তদল-ফা, রি, ত (৩টি), রুদ্ধদল—বি (১টি)]।

দীর্ঘশ্বাস = দীর – ঘ-স্বাস, [মুকদল—ঘ (১টি), রুদ্ধদল—দীর, শ্বাস (২ টি)]।

অশ্রুপ্লাবিত = অশ – রু – প্লা – বি ত (মুক্তদল —রু, বি, ত (৩টি), রুদ্ধদল-অশ, প্লা (২টি)]

হিন্দুস্থানি = হিন – দুস্ – থা – নি [মুক্তদল —থা, নি (২ টি), রুদ্ধদল-হিন, দুস (২ টি)]।

অস্বচ্ছ = অ-স্বচ্- ছ (মুক্তদল —অ, ছ (২ টি), রুদ্ধদল—স্বচ (১টি)]।

৮ নীচে দেওয়া ব্যাসবাক্যগুলিকে সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করা। কোনটি কী ধরনের সমাস তা নির্ণয় কর : ৮১ জল ও কাদা ৮.২ নয় আহত ৮.৩ ত্রি অধিক দশ ৮.৪ বেগের সহিত বর্তমান। ৮.৫ মড়ার জন্য কান্না ৮.৬ চন্ডী পুজোর জন্য তৈরি যে মণ্ডপ

৮.১ জল ও কাদা = জলকাদা (দ্বন্দ্ব সমাস)।)

৮.২ নয় আহত = অনাহত (নঞ-তৎপুরুষ সমাস)।)

৮.৩ ত্রি অধিক দশ = ত্রয়োদশ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)।

৮.৪ বেগের সহিত বর্তমান = সবেগে (সহার্থক বহুব্রীহি সমাস)

৮.৫ মড়ার জন্য কান্না = মড়াকান্না (নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস)।

৮.৬ চণ্ডী পুজোর জন্য তৈরি যে মণ্ডপ = চণ্ডীমণ্ডপ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)।

৯ নীচের বাক্যগুলিকে নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তন কর:

৯.১ কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। (যৌগিক বাক্যে)

উঃ কথাটা রমেশ শুনিল কিন্তু বুঝিতে পারিল না।

৯.২ এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। (সরল বাক্যে)

উঃ সন্ধ্যা হতে না হতেই এ বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

৯.৩ ওরা যাবে কি ? (নির্দেশক বাক্যে)

উঃ ওরা যাবে কিনা সেটাই জিজ্ঞাস্য।

৯.৪ বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। (হা-বাচক বাক্যে)

উঃ বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে সে বিরত রইল।

৯.৫ তুমি নীচ, অতি ছোটো। (যৌগিক বাক্যে)

উঃ তুমি নীচ এবং অতি ছোটো।

৯.৬ পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই দিদিমা। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

উঃ পথে কি আর এতটুকু কাদা পাবার জো আছে দিদিমা?

৯.৭ মাসি উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। (জটিল বাক্যে)

উঃ যেহেতু মাসি উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ ছিলেন সেহেতু এ সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই।

১০ নীচে দেওয়া শব্দদুটিকে দুটি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্যরচনা করো : যাত্রা, বাঁধ।

যাত্রা (পালাগান শোনা): গুপ্তিপাড়ায় আজ রাতে যাত্রা আছে।

যাত্রা (এবারের মত) : অপমানের হাত থেকে এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলাম।

বাঁধ (বন্ধন যুক্ত) : মালপত্রগুলিকে দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধ কি ?

বাঁধ (পাড়) : নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকছে।